

তারিখ : ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪

বরাবর
অ্যাডভোকেট সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান
মাননীয় উপদেষ্টা
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিল্ডিং ৬, লেভেল ১৩, বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ

বিষয়ঃ ক্ষতিকর এলএনজি ও এলপিজি বোটলিং প্ল্যান্ট পুনরায় লাল শ্রেণীভুক্ত করার জন্য আবেদন

মাননীয় উপদেষ্টা,

বাংলাদেশের একটি ঐতিহাসিক মুহূর্তে পরিবেশ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জিং দায়িত্ব গ্রহণের জন্য আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আপনার অবগতির জন্য জানাতে চাই যে, পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ অনুযায়ী সিএনজি/অটোগ্যাস ফিলিং স্টেশন, এলপিজি বোটলিং প্ল্যান্ট এবং এলপিজি সিলিভার নির্মাণের খাতসমূহ পেট্রোলিয়াম ও কয়লা উদ্ভূত সামগ্রী হিসেবে লাল শ্রেণীভুক্ত ছিল। পরিবেশ বিধবংসী নোংরা জ্বালানি ব্যবসায়ীদের সুবিধা করে দেয়ার উদ্দেশ্যে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৩-এর অধীনে এই শ্রেণীবিভাগে পরিবর্তন আনা হয়েছে, যেখানে সিএনজি/অটোগ্যাস ফিলিং স্টেশন এবং এলপিজি বোটলিং প্ল্যান্টকে সবুজ শ্রেণীতে এবং গ্যাস সিলিভার তৈরির খাতকে কমলা শ্রেণীতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

এই শিল্পগুলো প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় (ইকোলজিক্যালি ক্রিটিক্যাল এরিয়া) অবস্থিত হওয়ায় জল ও মাটি দূষণ এবং ম্যানগ্রোভ বন ধ্বংসের মতো ব্যাপক পরিবেশগত ক্ষতি করেছে। এর ফলে জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়ছে, জলবায়ু পরিবর্তন তীব্রতর হচ্ছে এবং স্থানীয় জনগণের জীবিকা বিপন্ন হওয়াসহ সুদূরপ্রসারী ফলাফল দেখা দিচ্ছে। এছাড়া, সিলিভার তৈরি ও বোটলিং প্ল্যান্ট দাহ্য ও বিস্ফোরণ-প্রবণ হওয়ায় স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

অতএব, এই শিল্পগুলোকে পুনরায় লাল শ্রেণীতে স্থানান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। অধিকন্তু, প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় এই ধরনের শিল্প স্থাপন ও পরিচালনার জন্য কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরোপ করার জন্য আহ্বান জানাই।

আপনার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল, সাফল্য ও সক্রিয় উদ্যোগ কামনায় -


হাসান মেহেদী

সদস্য সচিব, বাংলাদেশের প্রতিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক কর্মজোট (BWGED), ও
প্রধান নির্বাহী, উপকূলীয় জীবনযাত্রা ও পরিবেশ কর্মজোট (ক্লিন)